২

অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন নির্ধারণ ও সুযোগ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ

অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন নির্ধারণ ও সুযোগ সম্ভাবনা বিশ্লেষণ

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
০	প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	১৩১
০	প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা	১৩১
০	প্রশিক্ষণার্থীদের তালিকা	১৪৫
০	প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে ব্যবহৃত হ্যান্ডআউটসমূহ	১৪৭
০	প্রশিক্ষণ ফলো-আপ কর্মশালা	১৬৫
০	প্রশিক্ষণ ফলো-আপ কর্মশালা-১ (বরগুনা)	১৬৬
০	প্রশিক্ষণ ফলো-আপ কর্মশালা-২ (পটুয়াখালী)	১৬৯
০	মৎস্য চাষ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ	১৭১
০	মাঠ কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও চূড়ান্ত কর্মশালা	১৭৩

অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রয়োজন নির্ধারণ ও সুযোগ/সম্ভাবনা বিশ্লেষণ

নভেম্বর ৮–১১,১৯৮৯

প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

	অধিবেশন	সময়		বিষয়
দিন–১				
	১ ০৯০০–১০১৫	ঘন্টা	ঃ	প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য ও প্রত্যাশা
	২ ১০৩০–১২০০	”	ঃ	পরিকল্পনা প্রক্রিয়া
	৩ ১২০০–১৩০০	”	ঃ	অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা
	৪ ১৪০০–১৬০০	”	ঃ	অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ধাপসমূহ
	৫ ১৬৩০–১৭০০	”	ঃ	প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা
দিন–২				
	৬ ০৯০০–১১০০	”	ঃ	যৌথভাবে সমস্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি ও কৌশল
	৭ ১১১৫–১৩০০	”	ঃ	সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োজন/চাহিদা নিরূপণ
	৮ ১৪০০–১৬০০	”	ঃ	দলগঠনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি
	৯ ১৬৩০–১৭০০	”	ঃ	প্রশিক্ষণ পর্যালোচনা
দিন–৩				
	১০ ০৯০০–১১০০	”	ঃ	জেলে সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন
	১১ ১১১৫–১২১৫	”	ঃ	জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান–উন্নয়নে বহিঃসংস্থার ভূমিকা
	১২ ১২১৫–১৩৩০	”	ঃ	সমাজ উন্নয়নে উন্নয়ন কর্মীর ভূমিকা
	১৩ ১৪৩০–১৬০০	”	ঃ	ভবিষ্যৎ প্রকল্প প্রস্তাবনার লক্ষ্যে সামাজিক সমস্যা/চাহিদা নির্ণয়ের জন্য ৩ মাসের পরিকল্পনা প্রণয়ন
	১৪ ১৬৩০–১৮০০	”	ঃ	কোর্স মূল্যায়ন এবং সমাপ্তি

অধিবেশন ২.১ ঃ প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য ও প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা

সময়ঃ ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট।

উদ্দেশ্য ঃ এই প্রশিক্ষণ অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবেনঃ

- প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা
- অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশাসমূহ কোর্সের উদ্দেশ্যের সাথে সমন্বিত করা
- এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অনুসরণীয় প্রশিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ চিহ্নিত করা
- প্রশিক্ষণ নীতিমালা ব্যাখ্যা করা

প্রক্রিয়া ঃ

প্রশিক্ষণ কোর্সের শুরুতেই প্রশিক্ষক দল অংশগ্রহণকারীদেরকে স্বাগত জানান এবং পারস্পরিক পরিচিতি পর্বে একে অপরের সাথে পরিচিত হন।

অতঃপর প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনার পর অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের প্রশিক্ষণ প্রত্যাশাসমূহ সংযোজন করতে বলা হয়। দলীয়ভাবে আলোচনার পর ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ চূড়ান্ত করা হয়।

প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্যসমূহঃ

এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীগণঃ

- প্রচলিত পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার ধারণা ও প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন

- যৌথ প্রক্রিয়ায় সমস্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে সক্ষম হবেন
- গ্রামীণ চাহিদা নির্ণয় এবং সমস্যা বিশ্লেষণের প্রক্রিয়া ব্যাখা করতে পারবেন
- গ্রামীণ অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কৌশল ও কর্মপ্রক্রিয়া প্রণয়ন করতে সমর্থ হবেন
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বহিঃসংস্থা এবং উন্নয়নকর্মীর ভূমিকা নির্ণয় করতে সক্ষম হবেন

অতঃপর প্রশিক্ষকদল অংশগ্রহণকারীগণকে প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত সম্ভাব্য পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে অবহিত করেন। অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণকে অংশগ্রহণমূলক ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি/কৌশলসমূহ অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- মুক্ত চিন্তার ঝড়
- দলীয় আলোচনা
- ভূমিকা অভিনয়
- বক্তৃতা আলোচনা
- দলীয় পঠন

এবারে প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য অর্জনে দলীয়ভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য নিম্নবর্ণিত প্রশিক্ষণ নীতিমালাসমূহ নির্ধারণ করা হয়ঃ

প্রশিক্ষণ নীতিমালা

- সংবেদনশীলতা
- সক্রিয় অংশগ্রহণ
- ঝুঁকি গ্রহণ বা যাচাইকরণ
- দায়িত্বশীলতা
- খোলাখুলি মনোভাব

প্রশিক্ষণ নীতিমালার প্রতিটি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সকলেই এই নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুধাবন করেন। অতঃপর এই প্রশিক্ষণ কোর্সে উক্ত নীতিমালাসমূহ মেনে চলার জন্য সকলেই অংগীকারাবদ্ধ হন।

অতঃপর অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ বা দলীয় শিখন নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। আলোচনায় দলীয় শিখনের সুবিধা-অসুবিধা পর্যালোচনা করা হয় এবং সকলে একমত হন যে, দলীয় শিখন পদ্ধতির সফলতা ও ব্যর্থতার দায়িত্ব দলেরই। আলোচনায় দলীয় শিখন পদ্ধতিতে শিখন বা গ্রহণ ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে চার ভাগে ভাগ করা হয়, যথাঃ

দলীয় শিখন ও শিখন গ্রহণকারী (Group learning and Adoptor)

ক. তাড়াতাড়ি গ্রহণক্ষমতাসম্পন্ন অংশগ্রহণকারী (Early Adoptor): এই শ্রেণীর সদস্যরা দলীয় আলোচনা খুব সহজে এবং তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে পারেন। এই শ্রেণীভুক্ত সদস্যগণ দলীয় আলোচনাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য খুবই সহায়ক।

খ. মাঝামাঝি গ্রহণক্ষমতাসম্পন্ন অংশগ্রহণকারী (Mid adoptor)ঃ
এই শ্রেণীভুক্ত সদস্যগণ দলীয় আলোচনার বিষয়বস্তু গ্রহণ করতে একটু সময় নেন। কিছু অতিরিক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে তারা আলোচনার বিষয়বস্তু বুঝতে সক্ষম হন। অবশ্য এই শ্রেণীভুক্ত সদস্যগণ দলীয় শিখনকে ব্যহত করেন না।

গ. দেরীতে গ্রহণক্ষমতা সম্পন্ন অগ্রহণকারী (Late Adoptor) ঃ
এই শ্রেণীভুক্ত সদস্যগণ দলীয় আলোচনার বিষয়বস্তু বুঝতে খুব বেশী সময় ব্যয় করেন। একই বিষয়ের ওপর বারবার আলোচনা ও অতিরিক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বুঝতে অনেক সময় নেন। এই শ্রেণীভুক্ত সদস্যরা দলীয় শিখনকে সামান্যতম হলেও ব্যহত করেন।

ঘ. পুরোপুরি গ্রহণক্ষমতাহীন অংশগ্রহণকারী (Laggard) ঃ
এই শ্রেণীর সদস্যগণ সাধারণতঃ একগুয়ে স্বভাবের হয়ে থাকেন। এরা নিজের মতামতের ওপর স্থির থাকেন। দলীয় শিখনের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীভুক্ত সদস্যরা বিরাট বাধা। যদিও সাধারণভাবে এদের সংখ্যা খুব কম থাকে। দলীয় স্বার্থে এদেরকে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়।

উপসংহারে দলীয়ভাবে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শিখনকে ফলপ্রসূ করার জন্য সকলে সচেষ্ট থাকার মত প্রকাশ করেন।

অধিবেশন ২.২ঃ প্রচলিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হনঃ

- প্রচলিত পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা
- পরিকল্পনায় কি কি বিষয় অর্ন্তভুক্ত থাকা জরুরী তা চিহ্নিত করা
- প্রচলিত পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ নিরুপণ করা
- প্রচলিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা।

প্রক্রিয়া ঃ

অংশগ্রহণকারীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে অধিবেশনের শুরুতেই প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়। প্রচলিত পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা জানতে চাওয়া হলে তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মতামত ব্যক্ত করেন। তাদের মতামতসমূহ পর্যালোচনার পর দলীয় আলোচনার ভিত্তিতে প্রচলিত পরিকল্পনার একটি সংজ্ঞা নিরুপণ করা হয়।

সংজ্ঞাটি নিম্নরূপ ঃ

পরিকল্পনা হলো রীতিসিদ্ধ প্রক্রিয়া, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলী নির্ধারণ ও তা প্রতিষ্ঠাকরণ এবং তা সফল করার এক বিস্তৃত পন্থা।

অতঃপর প্রচলিত পরিকল্পনায় কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকা জরুরী এতদ্‌সংক্রান্ত এক উন্মুক্ত আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় প্রশিক্ষণার্থীগণ যে মতামত ব্যক্ত করেন তার সংক্ষেপ হলোঃ

প্রচলিত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ

What	=	কি?	=	উদ্দেশ্য
Whom	=	কারজন্য?	=	অভীষ্ট জনগোষ্ঠী
Whem	=	কখন?	=	সময়-সীমা
Where	=	কোথায়?	=	স্থান/প্রকল্প এলাকা
Who	=	কে?	=	দায়িত্ব বন্টন/ কে কি করবে
How	=	কিভাবে?	=	প্রক্রিয়া, পন্থা, কৌশল

এবারে প্রচলিত পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত জানতে চাওয়া হয়। তাদের কাছ থেকে বেরিয়ে আসা মতামতসমূহ দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করে প্রচলিত পরিকল্পনার যে বৈশিষ্ট্যাবলী নির্ধারণ করা হয় তা নিম্নরূপঃ

S	=	SPECIFIC	=	সুনির্দিষ্ট
M	=	MEASURABLE	=	পরিমাপযোগ্য
A	=	ATTAINABLE	=	অর্জনযোগ্য
R	=	REALISTIC	=	বাস্তবসম্মত
T	=	TIME FRAMED	=	সময়

এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রশিক্ষক দল প্রচলিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করেন। আলোচনায় সকলে একমত হন যে পরিকল্পনার মূলতঃ ২টি প্রক্রিয়া রয়েছেঃ

এক = সনাতনী প্রক্রিয়া
দুই = সমন্বিত প্রক্রিয়া

বিষয়টি একটি ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়ঃ

ফ্লিপ চার্ট

সনাতন প্রক্রিয়া

সমন্বিত প্রক্রিয়া

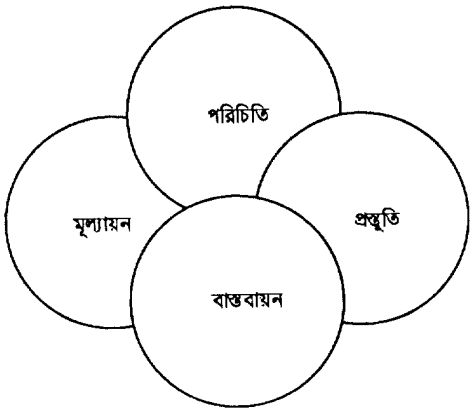

অতঃপর এই প্রক্রিয়া দুইটির পার্থক্য ও কার্যকারীতা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীরা আলোচনা করেন। তারা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করেন এবং সনাতন প্রক্রিয়ার চেয়ে সমন্বিত প্রক্রিয়ার ফলাফল বেশী কার্যকর বলে মত প্রকাশ করেন।
এবারে অধিবেশনের আলোচিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অধিকতর ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকের নিকট পরিকল্পনা প্রক্রিয়া শিরোনামে একটি হ্যান্ডআউট বিতরণ করা হয়।
অংশগ্রহণকারীগণ হ্যান্ডআউট পালাক্রমে পাঠ করেন এবং দলীয়ভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুব উপর সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন।
বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করার জন্য সহায়ক নিজে প্রাসংগিক ও বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরেন। এভাবে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীগণ একটি সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেন।
অতঃপর অধিবেশনের শুরুতে নির্দিষ্টকৃত অধিবেশন উদ্দেশ্যাবলী স্মরণ করে এগুলি অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়। উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে সকলে একমত পোষণ করেন।
অতঃপর সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষক দল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অধিবেশন ২.৩ ঃ অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা

সময়ঃ ২ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হনঃ
- অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা
- প্রচলিত পরিকল্পনা এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করা

প্রক্রিয়া ঃ
প্রচলিত পরিকল্পনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা অর্জন করার পর ৩য় অধিবেশনে "অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা" বিষয়ক আলোচনায় সকলে মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই প্রশিক্ষক দল প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন। অতঃপর অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনায় সকলে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মতামত দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার একটি ধারণা লিপিবদ্ধ করা হয় যা নিম্নরূপঃ

"অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যা নিরূপণপূর্বক নির্দিষ্ট সময়ে সমাধানের লক্ষ্যে যৌথভাবে আলোচনাক্রমে যে পরিকল্পনা প্রণীত হয় তাকে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বলে।"

প্রশিক্ষণার্থীগণ এবারে প্রচলিত পরিকল্পনা এবং অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেন। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সকল মৌলিক পার্থক্য চিহ্নিত হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

প্রচলিত পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মধ্যে মৌলিক পার্থক্যসমূহ–

প্রচলিত পরিকল্পনা	অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা
– উপর থেকে প্রণয়ন করা হয়	– যাদের জন্য পরিকল্পনা করা–পরিকল্পনা প্রণয়নে তাদেরকে সক্রিয়ভাবে জড়িত করা হয়
– পরিকল্পনাবিদদের জ্ঞান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়	– অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সমস্যা ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রণয়ন করা হয়
– স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার করার সুযোগ কম থাকে	– অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ফলে স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার করা সম্ভব হয়
– পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়নে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ কম হতে পারে	– বাস্তবায়নে অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বেশী থাকে

অংশগ্রহণকারীগণ একমত পোষণ করেন যে, তারা দলীয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই অধিবেশন থেকে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার ধারণা এবং এই পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে প্রচলিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত করতে সক্ষম।
অতঃপর প্রশিক্ষক দল সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অধিবেশন ২.৪ ঃ অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার ধাপসমূহ

সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হনঃ
– অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনায় অনুসরণযোগ্য প্রধান প্রধান ধাপসমূহ চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করা।

প্রক্রিয়া ঃ
প্রথমেই গত অধিবেশনে আলোচিত বিষয়ের সূত্র ধরে অংশগ্রহণকারীগণ আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনায় অনুসরণীয় ধাপসমূহ নির্ণয় করার উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষনার্থীদেরকে ৪টি দলে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক দলের সদস্যরা নিজ নিজ দলে একজন করে দলনেতা নির্বাচন করেন।
দলনেতাগণকে নিজ নিজ দলে উপরোক্ত বিষয়ের উপর দলীয় আলোচনা পরিচালনা করে সদস্যদের মতামতসমূহ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এবং এ উদ্দেশ্যে ৪০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়।
আলোচনা পরিচালনার জন্য দলনেতাকে নিম্নবর্ণিত শর্ত ও নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেয়া হয়।

শর্তসমূহ ঃ
– প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকেই নিজস্ব মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয়া
– কারো মতামতকে প্রভাবিত না করা
– কারো আলোচনাকে মাঝ পথে থামিয়ে না দেয়া
– আলোচনাকে গতিশীল রাখা ও সঠিক পথে পরিচালিত করা
– নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আলোচনাকে কার্যকরভাবে সমাপ্ত করা ও বড় দলে পেশ করার জন্য উত্তরসমূহ লেখা

নির্দিষ্ট সময় শেষে দলীয় প্রতিনিধিগণ একে একে দলীয় রিপোর্ট বড় দলে উপস্থাপন করেন। সকল দলের রিপোর্ট পর্যালোচনার পর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার ধাপসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়।

তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ

অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার ধাপসমূহঃ

ক = অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষ নির্বাচন
খ = অভীষ্ট জনগোষ্ঠী সংগঠিত ও একত্রীকরণ
গ = অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ
ঘ = আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিরূপণ
ঙ = দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার কারণ পর্যালোচনা
চ = সমস্যা ও কারণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল সমস্যা চিহ্নিতকরণ
ছ = যৌথ আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পন্থা নির্ধারণ
জ = সমস্যা সমাধানের বিকল্প পন্থা নির্ধারণ
ঝ = সমস্যা সমাধানকল্পে সম্পদের সহজলভ্যতা যাচাইকরণ
ঞ = কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকারী নীতি সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা
ট = সম্পদের সমাবেশ, সমন্বয় ও বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ
ঠ = কৌশলের ফলাফল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলকে অবহিতকরণ
ড = অভীষ্ট দলের দক্ষতা যাচাই করে নিজেদের মধ্যে কর্মবন্টন
ঢ = বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা নির্ধারণ
ণ = মূল্যায়ন

পরিশেষে অধিবেশনের শুরুতে নির্দিষ্টকৃত অধিবেশন উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়। উপস্থিত সকলেই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে একমত পোষণ করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষক দল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অধিবেশন ২.৫ ঃ যৌথভাবে সমস্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ পদ্ধতি/কৌশল

সময়ঃ ২ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবেনঃ

- যৌথভাবে সমস্যা বিশ্লেষণের ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করা
- যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও কৌশল বর্ণনা করা

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমেই প্রশিক্ষক দল অধিবেশনের বিষয়বস্তু ও এর উদ্দেশ্যাবলী উপস্থাপন করেন। অতঃপর যৌথভাবে সমস্যা বিশ্লেষণের ধাপসমূহের উপর মুক্ত চিন্তার ঝড় পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাদের মতামতসমূহ পেশ করেন। মতামতসমূহ একটি পোষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

অতঃপর দলীয় পর্যালোচনার ভিত্তিতে যৌথভাবে সমস্যা বিশ্লেষণের ধাপসমূহ নির্ধারণ করা হয়। ধাপসমূহ নিম্নরূপঃ

- ভাবের আদান-প্রদান নিশ্চিত করা
- সমস্যার ধরন নিরূপণ
- সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ
- সম্যস্যার কারণ চিহ্নিতকরণ
- মূল সমস্যা চিহ্নিতকরণ
- কারো পান্ডিত্য জাহিরের চেষ্টা না করা

- সংগতিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা
- বিষয়বস্তুর উপর গুরুত্ব আরোপ করা
- কারণের কারণ যাচাই করে মূল কারণ বের করা
- সমস্যা অনুধাবনে সহায়তা করা
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অনুভূতি ও মূল্যবোধে আঘাত না করা
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর কথায় সমানভাবে গুরুত্ব দেয়া
- সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার পথ সুগম করা
- সমস্যার গুরুত্ব ও প্রভাব পর্যালোচনা করা
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত পর্যালোচনা
- সমস্যার অতীত ও স্থায়ীত্বকাল বিশ্লেষণ
- সমস্যার ধরণ নির্ণয়ে সমসাময়িক দৃষ্টান্ত পর্যালোচনা
- সকল সমস্যা ধৈর্য সহকারে শোনা
- অংশগ্রহণকারীদের মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ দেয়া
- উন্নয়নকর্মীসহ উপস্থিত সকলে সমস্যা সম্পর্কে একই ধারণায় উপনীত হওয়া
- সমস্যার ক্ষেত্র বিবেচনা করা
- সমস্যা বিশ্লেষণে সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানগুলো বিবেচনা করা
- সমস্যা বিশ্লেষণের কাজ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করা

আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের সকলেই একমত হন যে একজন কর্মীকে মনে রাখতে হবে, "সমস্যা বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তিনি শুধু প্রশ্ন করবেন যাতে করে অংশগ্রহণকারীগণ নিজেরাই সমস্যার কারণ নির্ণয় করতে পারেন। তিনি কোন ধারণা চাপিয়ে দিতে পারেন না"।

এবারে প্রশিক্ষণার্থীদের সকলেই যৌথভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও কৌশল আলোচনায় মনোনিবেশ করেন। প্রশিক্ষণার্থীরা মুক্ত চিন্তার ঝড় পদ্ধতিতে যৌথভাবে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া ও কৌশল এর উপর তাদের মতামতসমূহ পেশ করেন। প্রত্যেকের মতামতসমূহ কোন প্রকার পর্যালোচনা ছাড়াই লিপিবদ্ধ করা হয়।

অতঃপর লিপিবদ্ধ মতামতসমূহ পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন যুক্তিতর্ক ও মতামতের ভিত্তিতে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও কৌশলসমূহ নির্ধারণ করা হয়, যা নিম্নরূপঃ

- অভীষ্ট লক্ষ্য নিরূপণ/নির্ধারণ
- সমস্যা সমাধানে সম্পদ ও দক্ষতা যাচাই
- সকলের মতামত প্রধান্য দেয়া ও সাধারণ ঐক্যমত
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- সুযোগ ও সম্ভাব্যতা যাচাই
- অতীতের ফলাফল বিশ্লেষণ করা
- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- বিকল্প পন্থা বিবেচনা
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সমস্যাবলী বিবেচনা করা
- সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ
- অবস্থা বিশ্লেষণ করতঃ সমস্যা নিরূপণ
- সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা ও শত্রুপক্ষ চিহ্নিতকরণ
- সিদ্ধান্ত অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়ক কিনা তা যাচাই করা
- সকলের মনোযোগ আকর্ষণের কৌশল অবলম্বন করা
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সুবিধেজনক স্থান ও সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- ধৈর্য্য সহকারে মূল্যায়ন, এবং
- আলোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া যাচাই করা

এবারে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের আরো একটি কৌশল আলোচিত হয় যা ছিল উপরের আলোচনার সার-সংক্ষেপঃ

সারসংক্ষেপঃ SA PA DA PPA

SA = Situation Analysis
PA = Problem Analysis
DA = Decision Analysis
PPA = Potential Problem Analysis.

এবারে অংশগ্রহণকারীগণ যৌথভাবে সমস্যা বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারবেন বলে মত প্রকাশ করেন। অতঃপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষক দল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অধিবেশন ২.৬ ঃ সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ

সময় ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবেনঃ
- সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণের উপায় ব্যাখ্যা
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণের জন্য দলীয় আলোচনা পরিচালনা
- সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ

প্রক্রিয়া ঃ
পূর্ব অধিবেশনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণের জন্য একটি ভূমিকা অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়।
ভূমিকা অভিনয়ের জন্য একটি ঘটনা অনুমান করে নেয়া হয়। ভূমিকা অভিনয় শুরুর পূর্বে কিছু অনুমিতি নির্ধারণ করা হয় যা নিম্নরূপঃ
- গ্রামের নাম ভাগলপুর
- অংশগ্রহণকারী সকলেই ঐ গ্রামের মুসলমান গরীব জেলে
- মাছ ধরার পাশাপাশি তারা সকলেই কৃষি কাজের সাথে জড়িত
- একজন সম্প্রসারণ কর্মী ঐ গ্রামের এসব জেলেদের সাথে একটি বৈঠকের আয়োজন করেছে

আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ করা এই বৈঠকের উদ্দেশ্য।

ভূমিকা অভিনয়ের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে একজন স্বেচ্ছায় সম্প্রসারণ কর্মীর এবং ১০ জন জেলের ভূমিকায় অভিনয় করেন। বাকীরা পর্যবেক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ভূমিকা অভিনয়ের জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়।
অতঃপর ভূমিকা অভিনয় শুরু করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অভিনয় পর্বের সমাপ্তি টানা হয়।
এরপর পর্যবেক্ষকদের এক এক করে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা অভিনয় সম্পর্কে তাদের মতামত পেশ করতে বলা হয় এবং মতামতগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়।
সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা-অভিনয় সম্পর্কে পর্যবেক্ষকদের মতামতঃ
- সম্প্রসারণ কর্মকর্তার আগমনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট বোঝা যায়নি
- পরিচয়/কুশল বিনিময় আরো সার্থকভাবে হওয়া উচিৎ ছিল
- সমস্যা চিহ্নিত করা যায়নি
- সমস্যার কারণ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি
- দ্রুত সমস্যার পরিবর্তন। অর্থাৎ অনেক সমস্যা এক সাথে আলোচিত হয়েছে
- আলোচনাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা হয়নি

- আর্থ-সামাজিকভাবে সমশ্রেণীভুক্ত দল হিসাবে অংশগ্রহণকারীগণ যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেননি
- কিছু কিছু প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া হয়নি
- সম্প্রসারণ কর্মকর্তার সামনা-সামনি লেখা বা নোট দেয়া উচিৎ হয়নি
- আলোচনার সার-সংক্ষেপ করা হয়নি

অতঃপর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণের জন্য সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা-অভিনয়ে চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ বাস্তব কর্মক্ষেত্রে এড়িয়ে চলার ব্যাপারে সকলে ঐক্যমত পোষণ করেন।
এরপর সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণ ও চাহিদা নিরূপণ সম্পর্কিত ভূমিকা-অভিনয় থেকে শিক্ষণীয় দিক নিয়ে আলোচনা হয় এবং নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ চিহ্নিত করা হয়ঃ

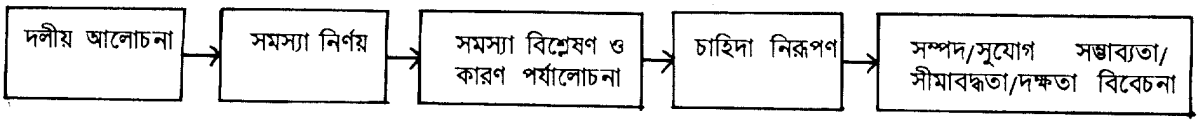

উপস্থিত সকলে এই বাস্তব অনুশীলনীটি উপভোগ করেন এবং বাস্তবে তা কাজে লাগাতে পারবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

অধিবেশন ২.৭ঃ দল গঠনের গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া

সময়ঃ ২ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবেনঃ
- দল গঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা
- দল গঠনের প্রক্রিয়া বর্ণনা

প্রক্রিয়া ঃ
অধিবেশনের শুরুতেই দলগঠনের গুরুত্বের উপর একটি দলীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনায় অংশ নেন এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো দলীয় আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসেঃ

- দল গঠনের ফলে সম্পদের সীমাবদ্ধতা দূর করা যায়
- যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠির জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো সম্ভব হয়
- সদস্যদের মাঝে একতা ও সহমর্মিতা গড়ে উঠে
- অধিকার আদায় ও উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়
- সামাজিক শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়
- দলীয় পুঁজি গঠন সম্ভব হয়
- স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায়
- সরকারী ও বেসরকারী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়
- সকলের মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়

এবারে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ৪টি ছোট দলে ভাগ করা হয় এবং দলীয় আলোচনার মাধ্যমে দল গঠনের প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্দিষ্ট করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেরাই প্রতি দল থেকে একজন দলনেতা নির্বাচন করেন এবং বিষয়-ভিত্তিক আলোচনার ফলাফলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন। সময় শেষে দলীয় নেতা এক এক করে তাদের দলীয় রিপোর্ট বড় দলে পেশ করেন। সব দলের মতামতসমূহ বড় দলে পর্যালোচনা করার পর সকলের ঐক্যমতের ভিত্তিতে দলগঠনের প্রক্রিয়ার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। তালিকাটি নিম্নরূপঃ

দলগঠন প্রক্রিয়া

- অবলোকন পর্যবেক্ষণ ও আলাপ-আলোচনা
- অনভীষ্ট লোকদের দলে অন্তরর্ভুক্তি সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন
- সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে সমশ্রেণীভুক্ত অভীষ্ট জনগোষ্ঠী
- ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন
- বাড়ী/পাড়া-ভিত্তিক ছোট দলীয়-আলোচনা
- পাশা-পাশি অবস্থানরত জেলেদের নিয়ে-দল গঠন
- সম্মিলিতভাবে দলীয় উদ্দেশ্য নির্ধারণ
- দলীয় সভা অনুষ্ঠান
- দলীয় শৃংঙ্খলা স্থাপন
- নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান

এবারে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রত্যেককে "দল গঠনের পদক্ষেপ ও কৌশল" শিরোনামের হ্যান্ডআউট বিতরণ করা হয়।সকল প্রশিক্ষণার্থী হ্যান্ডআউটটি পাঠ করেন এবং দলীয় পর্যালোচনার ফলাফলের সাথে হ্যান্ডআউটের বিষয়বস্তু সমন্বিত করেন।

অংশগ্রহণকারীগণ দলগঠনের উপরোক্ত প্রক্রিয়াসমূহ বুঝতে সক্ষম হয়েছেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে মেনে চলবেন বলে মত প্রকাশ করেন।

অতঃপর দিনের কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও পুনঃ আলোচনার মাধ্যমে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অধিবেশন ২.৮ঃ জেলে সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন

সময়ঃ ২ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবেনঃ

- জেলে সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ
- তাদের সমস্যাসমূহকে শ্রেণীবিন্যাস

প্রক্রিয়া ঃ

প্রথমেই প্রশিক্ষক দল অধিবেশনের বিষয়বস্তু উপস্থাপন ও এর উদ্দেশ্য আলোচনা করেন। অতঃপর মুক্ত চিন্তার ঝড় পদ্ধতিতে জেলে সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের কৌশলের উপর সকলের মতামত আহবান করা হয়।

সকলের মতামতসমূহ কোন প্রকার পর্যালোচনা ছাড়াই লিপিবদ্ধ করা হয়। এর পর লিপিবদ্ধ মতামতসমূহ দলীয়ভাবে পর্যালোচনা করে জেলে সম্প্রদায়ের সমস্যা সমাধানের কৌশলসমূহ নির্দিষ্ট করা হয়।

কৌশলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- প্রকৃত সমস্যা/চাহিদা/প্রয়োজন নিরূপণ
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সংগঠন গড়ে তোলা
- স্বনির্ভর প্রকল্প/কার্যক্রম নির্বাচন
- কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে অভীষ্ট দলের দক্ষতা ও ভূমিকা চিহ্নিত করা
- সাংগঠনিক সামর্থ ও যোগ্যতা ব্যবহারের প্রাধান্য থাকা
- স্থানীয় বস্তুগত ও মানব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার
- কারিগরী সহায়তা প্রদান ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন
- সমস্যা সমাধানে সমসাময়িক অভিজ্ঞতা ও ফলাফল কাজে লাগানো
- সম্প্রসারণযোগ্য প্রকল্প গ্রহণ

- মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও মৎস্যজীবিদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- সুযোগ ও সীমাবদ্ধতার আলোকে প্রকল্প প্রণয়ন
- উন্নয়ন কার্যক্রমে জেলে ও পাশাপাশি জেলে-পরিবারের মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ ও মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গুরুত্ব আরোপ করা
- সমস্যার শ্রেণীবিন্যাসকরণ এবং যে সমস্ত সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাধান করা যায় না তার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য কামনা

এবারে উপরোল্লেখিত কৌশলগুলো সফল ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে দলীয়ভাবে সমস্যাগুলোর শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

সমস্যা শ্রেণী বিন্যাসকরণ ঃ

- গ্রাম পর্যায়ে সমাধানযোগ্য সমস্যা
- মৎস্য অধিদপ্তরের একক সহায়তায় সমাধানযোগ্য সমস্যা
- সরকারী আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সমাধানযোগ্য সমস্যা
- বহিঃসংস্থার সহায়তার মাধ্যমে সমাধানযোগ্য সমস্যা
- সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার যৌথ সহযোগিতায় সমাধানযোগ্য সমস্যা

উপসংহারে ব্যাখ্যা করা হয়-সমস্যার শ্রেণীবিন্যাস করতঃ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সেবা সহায়তা নিশ্চিত করা একজন সম্প্রসারণ/উন্নয়ন কর্মীর দায়িত্ব।
এবারে অধিবেশনের শুরুতে নির্দিষ্টকৃত অধিবেশনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে কিনা যাচাই করা হয়। অংশগ্রহণকারীরা সকলে একমত হন যে অধিবেশনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। অতঃপর সহায়ক দল অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অধিবেশন ২.৯ ঃ জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বহিঃসংস্থার ভূমিকা

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নবর্ণিত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবেনঃ
- জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বহিঃসংস্থার ভূমিকা নির্ণয়

প্রক্রিয়া ঃ

অধিবেশনের শুরুতেই প্রশিক্ষক দল অধিবেশনের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন ও এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন।
অতঃপর জেলে সম্প্রদাযের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বহিঃসংস্থার ভূমিকার উপর একটি উম্মুক্ত আলোচনা আহবান করা হয়। সকল প্রশিক্ষণার্থী অত্যন্ত খোলামেলাভাবে নিজ নিজ মতামত পেশ করেন। সকলের মতামতসমূহ কোনরূপ বির্তক ছাড়াই লিপিবদ্ধ করা হয়।
অতঃপর মতামতসমূহ দলীয় পর্যালোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা হয় যা নিম্নরূপঃ

জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বহিঃসংস্থার ভূমিকা

- বহিঃসংগঠনের সহায়তা সরকারী নীতিমালার আওতাধীন থাকা
- কারিগরী সহায়তা প্রদান
- প্রকল্প বাস্তাবায়নে আর্থিক ও বস্তুগত সহায়তা প্রদান
- প্রকল্প পর্যবেক্ষণ, অভিক্ষণ, মূল্যায়ন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান

উপসংহারে বলা হয়-বহিঃসংস্থার সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নকর্মীকে সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল থাকতে হবে যাতে কোন ভ্রান্ত ধারণা বা প্রত্যাশার জন্ম না হয়।
আলোচনার শেষে অধিবেশনের উদ্দেশ্য স্মরণ করে তা অর্জিত হয়েছে কিনা যাচাই করা হয়। উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে বলে সকলে মত প্রকাশ করলে অংশগ্রহণকারীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

অধিবেশন ২.১০ঃ সমাজ উন্নয়নে একজন উন্নয়ন কর্মীর ভূমিকা

সময়ঃ ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীগণ নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হবেনঃ

- সমাজ উন্নয়নে একজন উন্নয়নকর্মীর ভূমিকা নির্ণয়
- উক্ত ভূমিকা পালনে জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে উন্নয়ন কর্মীর লক্ষ্যণীয় দিকসমূহ চিহ্নিত করা

প্রক্রিয়া ঃ

পূর্ববর্তী অধিবেশনের আলোচনার সূত্র ধরে এই অধিবেশনের আলোচনা শুরু করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে।

আলোচনার শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন কর্মীর প্রধান কাজ কি হবে। অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত পেশ করেন। তাদের মতামতকে সমন্বিত করে যে উত্তর পাওয়া যায় তা হলোঃ

উন্নয়নের মৌলিক উদ্দেশ্য প্রত্যাশিত পরিবর্তন। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে। উন্নয়ন কর্মী এখানে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে।

এরপর উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় একজন উন্নয়ন কর্মীর ভূমিকা কি হবে তা নির্ধারণ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ৪টি ছোট দলে ভাগ করা হয়। ছোট দলে আলোচনার মাধ্যমে উত্তর লেখার জন্য ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়। ছোট দলের সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজন নেতা নির্বাচন করেন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে উত্তরসমূহ পোষ্টার পেপারে লেখেন।

সময় শেষে ছোট দলের নেতারা এক এক করে তাদের দলীয় রিপোর্ট বড় দলে পেশ করেন।

সব দলের মতামত পর্যালোচনার পর সকল অংশগ্রহণকারীর ঐক্যমতের ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মীর ভূমিকাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়, যা নিম্নরূপঃ

উন্নয়ন কর্মীর ভূমিকা ঃ

- মানুষকে শ্রদ্ধা করা
- বলার চেয়ে বেশী শোনা
- শেখানোর চেয়ে বেশী শেখা
- মানুষের সৃজনশীলতার প্রতি সম্মান ও বিশ্বাস
- জনগণের আস্থা অর্জন
- মানুষের সাথে মেশা
- মানুষের প্রানের কাছাকাছি পৌছা
- দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী
- মৃদুভাষী
- প্রশংসা করার মনোভাবাপন্ন
- পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়ায় মানুষই মূখ্য এই বিশ্বাসবোধ থাকা। সভ্যতার বিকাশে মানুষের ভূমিকা স্মরণ রাখা
- মূলতঃ একজন উন্নয়নকর্মী ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা। এক্ষেত্রে মানুষকে মূর্খ বা অশিক্ষিত মনে না করা।

উন্নয়ন কর্মীর উপরোক্ত ভূমিকাসমূহ পালনের জন্য জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন। এই যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মী কতটুকু জানাবেন ও যোগাযোগ করবেন তা নির্ণয় করার জন্য মুক্ত চিন্তার ঝড় পদ্ধতিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার মাধ্যমে সকলে ঐক্যমতে উপনীত হন যে, নিম্নরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় দিক ঃ

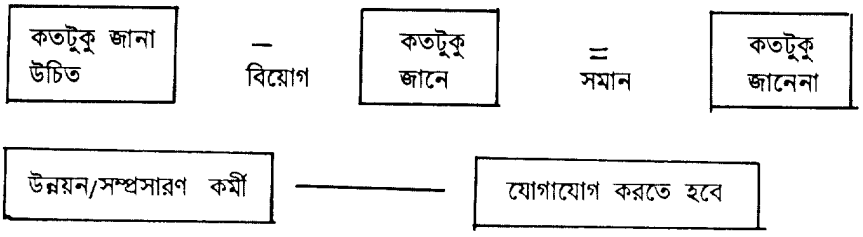

উপসংহারে সকলে একমত হন যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন কর্মীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এই অধিবেশনে আলোচিত ভূমিকাসমূহ সকলে বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অনুসরণ করতে সক্ষম হবেন।

এরপর বাংলাদেশের গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে একজন উন্নয়ন কর্মীর ভূমিকা সংক্রান্ত হ্যান্ডআউট প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে বিতরণ করা হয়। অতঃপর উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রশিক্ষক দল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

অধিবেশন ২.১১ ঃ প্রশিক্ষণ পরবর্তী ৩ মাসের কর্ম–পরিকল্পনা প্রণয়ন

সময় ঃ ২ ঘন্টা।

উদ্দেশ্য ঃ এই অধিবেশন সমাপ্তির পর প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ পরবর্তী ৩ মাসের একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করতে সক্ষম হবেন।

প্রক্রিয়া ঃ

অংশগ্রহণকারীদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরবর্তী ৩ মাসের কর্ম পরিকল্পনায় যে সকল কার্য সম্পাদন করতে হবে তা নির্ধারণ করা হয়।

কাজগুলো নিম্নরূপঃ

১. গ্রাম/প্রকল্প এলাকা নির্বাচন (৩–৫ টি গ্রাম)
   অংশগ্রহণকারীগণ গ্রাম/প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্ণায়কসমূহ চিহ্নিত করে লিপিবদ্ধ করেন।

   গ্রাম/প্রকল্প এলাকা নির্ণায়ক ঃ
   - উপজেলা কেন্দ্র থেকে সুষ্ঠু যোগাযোগ
   - উপজেলা কেন্দ্র থেকে নিকটবর্তী
   - অধিকসংখ্যক জেলেদের বাস
   - যতদূর সম্ভব কাছাকাছি বসতিপূর্ণ গ্রাম

২. প্রকল্প এলাকার জেলেদের সাথে পরিচিতি ও সম্পর্ক স্থাপন

৩. প্রতিটি গ্রামে আর্থ–সামাজিকভাবে সমশ্রেণীভুক্ত জেলে সম্প্রদায়ের পুরুষ ও মহিলাদের অনানুষ্ঠানিক দল গঠন। দলের স্বাভাবিক সদস্য সংখ্যা ২০–৩০।

অংশগ্রহণকারীগণ দল গঠনের উদ্দেশ্যসমূহ চিহ্নিত করেন এবং একটি পোষ্টারে তা লিপিবদ্ধ করেন।

দলগঠনের উদ্দেশ্যসমূহ ঃ
- সমস্যাসমূহ দলীয়ভাবে বিশ্লেষণ
- দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিক দল/সংগঠন/সমিতি গঠন

৪. অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে জেলেদের সমস্যা ও তার কারণসমূহ নির্ণয় করতঃ চাহিদা নিরূপণ এবং তা অবশ্যই সম্পদ/সুযোগ/দক্ষতা/ সম্ভাব্যতা/সীমাবদ্ধতার আলোকে হতে হবে।

অধিবেশন ২.১২ঃ প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপ্তি

সময়ঃ ১ ঘন্টা।

উদ্দেশ্যঃ অংশগ্রহণকারীগণ এই প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে কি শিখেছেন এবং এই কোর্সের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে তাদের কি মতামত তা নিরূপণ করা।

প্রক্রিয়া ঃ

এই প্রশিক্ষণ কোর্সের কোন্ কোন্ দিক মূল্যায়ন করা প্রয়োজন তা নিয়ে অংশগ্রহণকারীগণ আলোচনা করেন। তাদের মতামতের সার-সংক্ষেপ পোষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়, যা নিম্নরূপঃ

- বিষয়বস্তু
- পদ্ধতি/প্রক্রিয়া
- উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী
- ব্যবস্থাপনা
- মাঠ পর্যায়ে/কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্যতা
- প্রশিক্ষক

অতঃপর অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের এই বিষয়সমূহ সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যক্তিগতভাবে কাগজে লিখতে বলা হয়। গোপনীয়তা রক্ষার জন্য মূল্যায়নকারীর নাম লিখতে বারণ করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ এ কাজটির জন্য ৩০ মিনিট সময় নেন।

পরবর্তী প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ঃ

অংশগ্রহণকারীগণ সিদ্ধান্ত নেন যে, পরবর্তী প্রশিক্ষণ ও ফলো-আপ কর্মশালা ডিসেম্বর ৩-৭, ১৯৮৯ তারিখে বরগুনায় অনুষ্ঠিত হবে। প্রশিক্ষণে উপস্থিত বরগুনা জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়।

সমাপ্তিঃ পটুয়াখালী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষক দল প্রধান কর্মসূচীর সাফল্য কামনা করে ও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে কোর্সের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কোর্সের কার্যকারিতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মন্তব্য ঃ

৪-১১ই নভেম্বর ১৯৮৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণ শেষে কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের মতামত ব্যাখ্যা করেন। এ বিষয়ে তাদের মতামতের সার-সংক্ষেপ নীচে দেয়া গেলোঃ

অংশগ্রহণকারীদের সবাই প্রশিক্ষণের বাস্তবতার দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। বিশেষ করে রিপোর্ট লিখন, উপস্থাপন, সার-সংক্ষেপ লিখন, অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন উপাদান ও কৌশল, উন্নয়নকর্মীর ভূমিকা ইত্যাদি যুগপত তাদের ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ উপকূলীয় দরিদ্র জেলেদের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন মৌলিক দিক সম্পর্কে তারা নতুন ধারণা ও জ্ঞান লাভ করেছেন এবং এ বিষয়ে তারা ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করেছন বলে মত ব্যক্ত করেন।

সকল অংশগ্রহণকারীই মত ব্যক্ত করেন যে, প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা তারা কর্মজীবনে তথা ব্যক্তিজীবনেও কাজে লাগাতে পারবেন।

উপকূলীয় জেলেদের উন্নয়নকল্পে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে এই প্রশিক্ষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে তারা মত ব্যক্ত করেছেন।

প্রশিক্ষণ শেষে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার সময় তারা যে সমস্ত নতুন ও উন্নত কলাকৌশলের সাথে পরিচিত হয়েছেন সেগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করে প্রশিক্ষণের যথার্থতা প্রমাণে সচেষ্ট হবেন বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে খোলাখুলি মত প্রকাশ করেছেন। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলেন যে, প্রশিক্ষণকালে অংশগ্রহণমূলক ভূমিকা পালন করেছেন, সকলেই সমানভাবে বিশ্লেষণ ও ফলাফল পর্যালোচনায় অংশ নিয়েছেন। তারা প্রশিক্ষণের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনাগত দিকের সফলতারও প্রশংসা করেন এবং সমগ্র প্রশিক্ষণের সাফল্যে এসবের গুরুত্ব কতখানি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। যদিও একজন প্রশিক্ষণার্থীর কাছে মনে হয়েছে যে, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনাগত কিছু দুর্বলতা কাটিয়ে উঠলে তিনি আরো বেশী উপকৃত হতেন।

সবশেষে তারা সার্বিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য পরিপূর্নভাবে অর্জিত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	জেলা/উপজেলা
১.	কাজী আবুল কালাম	জেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
২.	আমীর হোসেন	"	বরগুনা
৩.	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	জরীপ কর্মকর্তা	বরগুনা
৪.	মোঃ মতিউর রহমান	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
৫.	মোঃ রেজাউল করিম	"	মির্জাগঞ্জ
৬.	মোঃ রমজান আলী	"	গলাচিপা
৭.	মোঃ বজলুর রশিদ	"	কলাপাড়া
৮.	মোঃ শাহজাহান	জরীপ কর্মকর্তা	বাউফল
৯.	শংকর চন্দ্র হাওলাদার	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	পাথরঘাটা
১০.	মীর সাব্বির আহমেদ	"	বেতাগী
১১.	মোঃ রুহুল আমিন	সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা	পটুয়াখালী
১২.	মোঃ মোজাম্মেল হক	"	গলাচিপা
১৩.	মোঃ শামছুল হক	"	কলাপাড়া
১৪.	আবদুল মজিদ খাঁন	"	দশমিনা
১৫.	মোঃ জাহাঙ্গীর মিয়া	"	বরগুনা
১৬.	মোঃ মাহবুব আলম	"	আমতলী
১৭.	মোঃ নূরুল ইসলাম	"	পাথরঘাটা
১৮.	মোঃ শাহ আলম	"	বামনা
১৯.	মোঃ আব্দুস সালাম	ক্ষেত্র সহকারী	পটুয়াখালী
২০.	জগদীশ চন্দ্র	"	আমতলী
২১.	মোঃ মসিউদ্দীন আহম্মেদ	গণ উন্নয়ন কেন্দ্র (কোডেক)	পটুয়াখালী
২২.	মোঃ হারুন	সার্ভিস সিভিল ইন্টারন্যাশনাল	"
২৩.	মোঃ নূরুল ইসলাম	সভাপতি, জাতীয় মৎস্যজীবি সমিতি	"